লিপি
শিলিগুড়ি, বৃহস্পতিবার, ৭ ডিসেম্বর ২০১৭
Siliguri•Thursday•December 7, 2017
Arthik Lipi, Page 3

দলত্যাগীকে বাংলার মীরজাফর বলেও কটাক্ষ

আগে ভোটে জিতে আসুন, মুকুলকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার: রানি রাসমণি রোডে বিজেপির সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন মুকুল রায়। আর গান্ধিমূর্তি থেকে সেই মুকুলকেই পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দল পরিবর্তন করেই ১০ নভেম্বর বিজেপির 'গণতন্ত্র ফেরাও' সমাবেশ থেকে বাংলায় পরিবর্তনের পারিবর্তন চেয়ে জোর সওয়াল করেন একদা তৃণমূলের 'নম্বর টু'। আর বুধবার তৃণমূলের 'সংহতি দিবস'-এর মঞ্চ থেকে তারই কড়া জবাব দিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি। নাম না করেই মুকুল রায়কে কার্যত 'বাংলার মীরজাফর' বলে তীব্র কটাক্ষ করেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য,'বাংলায় পরিবর্তন আনবে কে? বাংলার মীরজাফর? বাংলার মানুষ তাঁকে মেনে নেবে না। সঠিক সময়ে তাঁকে জবাব দেবে এই বাংলা।' দল ছাড়ার পর থেকেই একদা শাসকদলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ডের টার্গেটই তৃণমূলের 'যুবরাজ'। বিশ্ব বাংলা থেকে শুরু করে তৃণমূলের প্রতীক চিহ্নের মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মুকুল রায়। রীতিমতো নথি তুলে ধরে একাধিকবার ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের বিরুদ্ধে 'অনৈতিক' কাজের

অভিযোগ তোলেন। যদিও বিষয়টি এখন আদালতের বিচারাধীন। তবে এখানেই শেষ নয়, পাশাপাশি তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'অপশাসন'-এর অভিযোগ তুলে ফের সরকার বদলের ডাকও দিয়েছিলেন মুকুল রায়। এদিন ভিড়ে ঠাসা জনসভায় বিশ্ব বাংলা বা জাগো বাংলা নিয়ে একটাও শব্দ খরচ না করলেও কার্যত মুকুল রায়ের রাজনৈতিক যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'যিনি একটা লোকসভা বা বিধানসভা আসনেও জিততে পারেন না, তিনি নাকি বাংলায় পরিবর্তনের পরিবর্তন আনবেন।' ইতিমধ্যেই তৃণমূল ত্যাগী মুকুল রায়কে সামনে রেখেই রাজ্যের শাসকদলের ঘরে ভাঙন ধরাতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে কেন্দ্রের শাসকদল। মুকুল দল ছাড়লেও এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের কোনও হেভিওয়েট নেতা-নেত্রী তাঁর সঙ্গ দেননি ঠিকই, তবে ইতিমধ্যেই নিচু তলার কর্মীরা একের পর একপদ্ম শিবিরে যোগদান করছেন। তবে বুধবার মুকুল রায়কে রাজনৈতিক ময়দানের লড়াইয়ের খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তাঁর বক্তব্য, 'এখন বিজেপির হয়ে যিনি বড়বড় কথা বলছেন, তাঁকে আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, ২৯৪টি আসনের মধ্যে যে কোনও একটি বেছে নিন। তারও দরকার নেই, পারলে একটা কাউন্সিলর আসন বেছে নিন, যদি জিতে আসতে পারেন, তবে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।' এদিন সভার শুরু থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণের সুর চড়া করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে আদপে বিজেপি হলেও, আসলে টার্গেট যে মুকুলই নিজের বক্তব্যে তা বারেবারে বুঝিয়ে দেন অভিষেক। পাশাপাশি প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠ ও মুকুল রায়কে একসারিতে দাঁড় করিয়ে অভিষেকের কটাক্ষ, 'একদিকে নন্দীগ্রাম গণহত্যার নায়ক ও অপরদিকে বাংলার মীরজাফর মিলে বাংলার ক্ষতি করতে চাইছে।

আসলে আগে যারা সিপিএম করত, তারাই এখন বিজেপি করছে।' তবে এদিনের সভা থেকেই দলীয় নেতা-কর্মীদের একজোট হওয়ার বার্তাও দিলেন তৃণমূলের 'ফিউচার ফেস' অভিষেক। তাঁর বক্তব্য,'মনে রাখবেন বিজেপি যত আমাদের আক্রমণ করবে, তৃণমূল তত শক্তিশালী হবে।' তবে এদিনের সভা থেকে তাঁকে ছুঁড়ে দেওয়া অভিষেকের চ্যালেঞ্জ নিয়ে কোনও মন্তব্যই করতে চাননি মুকুল রায়।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পাল্টা জবাব বিজেপি'র

যারা গরিবদের টাকা খেয়েছে তাদের জায়গা জেলে: কৈলাস বিজয়বর্গীয়

স্টাফ রিপোর্টার: কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই জেলে ভরার হুমকি দিচ্ছে। বুধবার সংহতি দিবসের সমাবেশ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের জবাব দিতে এতটুকু দেরি করেনি বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়র পাল্টা মন্তব্য, 'যারা গরিব মানুষের টাকা খেয়েছে তাদের জায়গা জেলেই।' এদিন মেয়ো রোডে সংহতি দিবসের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মুখ খুললেই বলছে জেলে ভরে দেব। অভিষেক কিছু বললে গেলে তাঁকে জেলে ভরার কথা বলছে। ফিরহাদ কিছু বললে তাকে জেলে ভরার কথা বলা হচ্ছে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিনা কারণে জেলে ভরা হল।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের জবাবে এদিন বিজেপির রাজ্য দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, 'যারা গরিবের টাকা খেয়েছে তাদের ঈশ্বরের আদালতে যেমন বিচার হবে তেমনই এই পৃথিবীর আদালতেও বিচার হবে। যারা গরিবের টাকা

খেয়েছে তাদের জায়গা জেলেই।' এদিন সংহতি দিবসের মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রী বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতিরও অভিযোগ আনেন। সে প্রসঙ্গে কৈলাস বিজয়বর্গীয়র মন্তব্য, 'তৃণমূল দর্নীতি করেছে। সিবিআই তদন্ত করছে। আসল তথ্য বেরিয়ে আসবে তদন্তে।' প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে সারদা কেলেঙ্কারির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। সারদা সহ একাধিক চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্তভার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআইয়ের হাতে যায়। সারদা কেলেঙ্কারিতে বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীর নাম জড়ায়। গ্রেফতার করা হয় মদনমিত্রকে। রোজভ্যালি কাণ্ডে আবার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয়। এসবের পিছনে প্রথম থেকেই বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতি দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। আরও একবার সেই অভিযোগই শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রীর গলায়।

যদিও বিজেপি সেই অভিযোগ মানতে নারাজ। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রশ্ন তোলেন, 'কেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে গ্রেফতার করা হচ্ছে না?' এ প্রসঙ্গে এদিন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ২০০০ সালের ঘটনার কথা বলছেন। ১৭ বছর পর হঠাৎ তাঁর আজ এই ঘটনার কথা মনে হল? যে সময়ের ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, তার পর তো কংগ্রেসের সরকার ছিল মধ্যপ্রদেশে। কেন্দ্রেও কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল।

তারা কিছু করল না কেন?' এই প্রসঙ্গে বিজয়বর্গীয়র আরও সংযোজন, 'হুমকি দিয়ে আমাকে ভয় দেখানো যাবে না। আমি রাজ্যে যেমন আসছি তেমনই আসব। তৃণমূলের দুর্নীতির মোকাবিলা করব। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধা মন্ত্রিসভা জেলে যাবে, এটা আমি বলে দিচ্ছি। তাই ভয়ে এই সব অভিযোগ আনছেন মুখ্যমন্ত্রী।' এদিনই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে বিজেপির রাজ্য দফতরে এসে নেতা-কর্মীরা বিজেপিতে নাম লেখান।

তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও মুকুল রায়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি চন্দ্রনাথ বসু। তিনি বলেন, মানুষ রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার দেখেছে। সিপিএমের সরকার দেখেছে। এখন আবার তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার দেখছে। বিজেপির নেতৃত্বেই রাজ্যে সঠিক পরিবর্তন আসবে। তাই বহু মানুষ বিজেপিতে আসতে চাইছেন।

নিউটাউনের পাঁচতারা হোটেলে চুরি ঘিরে চাঞ্চল্য

স্টাফ রিপোর্টার: নিউটাউনের পাঁচতারা হোটেল নোভেটেলে চুরি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। হোটেলের ৮১০ নং রুমে অতিথি রাজকুমার চৌধুরির হিরের আংটি গহনা ও ক্যাশ টাকা চুরি হয় বলে অভিযোগ। বুধবার অভিযোগ দায়ের হয়েছে নিউটাউন থানায়।

রাজকুমার চৌধুরি জানান, তিনি ৩ ডিসেম্বর গুয়াহাটি থেকে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় আসার পর সেদিনই তিনি নোভোটেলে ওঠেন। তার দাবি, সেদিন থেকেই তিনি লক্ষ করেন, কেউ তাকে অনুসরণ করছে। তবে সেই ব্যক্তি হোটেলের কর্মচারী কি না তা জানা যায়নি। এরপর গতকাল তিনি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য নিজের রুম থেকে বেরিয়ে যান। ফিরে এসে তিনি দেখেন তার হিরের আংটি সোনার গহনা ও টাকা খোয়া গেছে। এরপর তিনি রিসেপশনে এসে জানতে পারেন, এক ব্যক্তি নিজেকে রাজকুমার পরিচয় দিয়ে চাবি খোয়া গেছে এই অজুহাত দেখিয়ে নকল চাবি নিয়ে গিয়েছে। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন রাজকুমার। কেন অন্য কাউকে চাবি দেওয়া হল জানতে চাইলেও তিনি হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছ সদুত্তর পাননি। এরপর বুধবার নিউটাউন থানায় রাজকুমারবাবু অভিযোগ দায়ের করেন। তার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত এর আগে গতবছরেও এই হোটেলে অতিথির ঘরে চুরি হয়। এই ঘটনায় এই পাঁচতারা হোটেলের নিরাপত্তা ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিভক্ত জি ডি বিড়লার অভিভাবকরা

স্টাফ রিপোর্টার : শুরুতে ছিল একসুর। কয়েকদিনের মাথায় যেন সেই সুরে তাল কাটল। ভিন্ন দাবিতে বিভক্ত জি ডি বিড়লা স্কুলের অভিভাবকরা। এক পক্ষের দাবি, প্রিন্সিপালকে বরখাস্ত করতে হবে। অন্য পক্ষের দাবি, স্কুল খুলতে হবে অবিলম্বে। আর এই নিয়েই বুধবার সন্ধ্যায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল জি ডি বিড়লা স্কুলের গেট।

গত বৃহস্পতিবার চার বছরের ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা করে জি ডি বিড়লা স্কুলের দুই শিক্ষক। সেই ঘটনাতেই বিচারের দাবিতে শুক্রবার থেকে লাগাতার আন্দোলন শুরু করেন জি ডি বিড়লার অভিভাবকরা। তারা স্কুলে নিজেদের সন্তানদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার দাবিতেই আন্দোলন শুরু করেন। অন্যদিকে প্রিন্সিপালের অপসারণ ও গ্রেফতারির দাবিও তার সঙ্গে যোগ হয়। যত সময় গড়ায় ততই প্রিন্সিপালের অপসারণের দাবি জোরালো হয়। যতক্ষণ না প্রিন্সিপালকে অপসারণ করা হচ্ছে ততদিন স্কুল খোলা যাবে না, এই দাবিই জানায় অভিভাবক ফোরাম। কিন্তু বুধবার অভিভাবকদের অপর অংশ স্কুল গেটের সামনে জড়ো হয়ে অবিলম্বে স্কুল খোলার দাবি জানাতে থাকেন। দু'পক্ষের মধ্যে এই নিয়ে বচসা বাধে। সেই বচসা গড়ায় হাতাহাতিতেও। এরই মধ্যে অভিভাবক ফোরামের প্রতিনিধিরা ভিতরে গিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক শুরু করেন। জি ডি বিড়লার অচলাবস্থা কাটাতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অভিভাবক ফোরাম মঙ্গলবারই বৈঠকে বসে। সেখানেই কর্তৃপক্ষকে ফোরামের তরফে জানানো হয়, আগে প্রিন্সিপালকে সরাতে হবে। স্কুল খোলার ব্যাপারে জি ডি বিড়লা কর্তৃ পক্ষ অভিভাবক ফোরামকে আবেদন জানালেও তা মানতে চায়নি অভিভাবক ফোরাম। স্কুল খোলার আগে প্রিন্সিপালের অপসারণের দাবিতে অনড় থাকেন তারা। এ ব্যাপারে ২৪ ঘণ্টার সময় চেয়ে নেয়া।।

সেই মতোই বুধবার বিকেল পাঁচটায় অভিভাবক ফোরাম ফের জমায়েত করে। অন্যদিকে অভিভাবকদের আর একটি অংশ সেখানে পৌঁছে স্কুল খোলার দাবি জানাতে থাকেন। এদিনই এসএসকেএম নির্যাতিতা শিশুর ফরেন্সিক পরীক্ষা হয়। এর আগেও তার ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছিল। সেই সময় নির্যাতিতা অসুস্থ থাকায় চিকিৎসকরা সব পর্যবেক্ষণ করে উঠতে পারেননি। সেই কারণেই এদিন আরও একবার পরীক্ষা করা হয়। এরই মাঝে যৌন হেনস্থার ঘটনায় লালবাজারে একজন ক্লাস টিচারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

জেরা করা হয় সাফাই কর্মী ও আয়াকেও। অভিভাবককে পাঠানো চিঠিতে নির্যাতিতার নাম উল্লেখ করার ঘটনায় স্কুল কর্তৃ পক্ষকে শোকজ করেছে শিশু সুরক্ষা কমিশন। ৭ দিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হয়েছে।

যেটা ঘটেছে তা দুর্ভাগ্যজনক: মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার: ফের জিডি বিড়লার ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার গান্ধিমূর্তিতে 'সংহতি মঞ্চ'সভা থেকে এই ঘটনার পিছনে চক্রান্তের অভিযোগও তোলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এদিন সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,'যেটা ঘটেছে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। দোষীরা শাস্তি পাবেই। তবে শিশুটিকে কেউ বিরক্ত করবেন না। ওকে পড়াশুনা করতে দিন। স্কুলে আসতে দিন।' তবে এই যৌন নির্যাতনের ইতিমধ্যেই আন্দোলনে নেমেছেন অভিভাবকরা। এমনকী স্কুল বন্ধ রাখা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত অভিভাবকদের একাংশও। অন্যদিকে বিজেপি সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে 'কোমর বেঁধে' ময়দানে নেমেছেন, পাশাপাশি বিরোধীদের রাজনৈতিক সক্রিয়তাকেও যে প্রশাসন ভাল চোখে দেখছে তাও এদিনের সভা থেকেই স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,'কেউ কেউ ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমেছে। পরিকল্পনা করে স্কুল বন্ধ রাখতে চাইছে। ষড়যন্ত্র করে স্কুল বন্ধ রাখতে চাইছে। এটা মেনে নেওয়া যাবে না।'

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ২৫ বছর পূর্তিতে বামেদের প্রতিবাদ মিছিলে বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, মনোজ ভট্টাচার্য ও নরেন চট্টোপাধ্যায়। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি ধ্বংসের ঘটনা ঘটে। সেই দিনটিকে সামনে রেখেই বুধবার দেশজুড়ে ৬ বামপন্থী দলের পক্ষ থেকে কালা দিবস পালন করা হয়। তার অঙ্গ হিসাবে এদিন কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে মিছিল করে বামেরা। এই মিছিলে অংশ নিয়েছিল ১৭টি বাম ও সহযোগী দল। ধর্মতলা থেকে শুরু হওয়া এদিনের মিছিলে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে যেমন স্লোগান ওঠে, তেমনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বার্তাও দেওয়া হয় এদিনের মিছিল থেকে। এদিনের মিছিল শেষ হয় রাজাবাজারে।

বাগুইআটি এলাকার দশোদ্রন থেকে উদ্ধার সদ্যোজাত শিশু

স্টাফ রিপোর্টার : বাগুইআটি থানা এলাকার দশোদ্রনের মালির বাগান থেকে উদ্ধার হল এক সদ্যোজাত শিশু। বুধবার সকালে এক মহিলা কাজে বেরিয়ে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে কাছে গিয়ে দেখেন একটি ব্যাগ থেকে

বাচ্চার কান্নার আওয়াজ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে এই ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দারাই পুলিশকে জানালে সঙ্গে সঙ্গে বাগুইআটি থানার পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠায়।

এই শিশুটিকে উদ্ধার করা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। স্থানীয় বাসিন্দা কৃষ্ণা মাইতি বলেন, এলাকায় অনেকেই বারে কাজ করে। তারা অনেক সময় অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। হয়তো তাদের কেউ এখানে ওই সদ্যোজাতকে ফেলে গিয়ে থাকতে পারে। অবশ্য স্থানীয়দের অনেকেরই ধারণা, পাচার করার সময় ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ফেলে দিয়ে যেতে পারে দুষ্কৃতীরা সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখছে বাগুইআটি থানার পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে ওই সদ্যোজাতকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শিশুটির অবস্থা স্থিতিশীল।

বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙতে আইনি সংকটে পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতা পুরসভার বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙতে নতুন আইন কাগজে কলমে কার্যকর হয়েছে অনেক দিন আগেই। কিন্তু এত দিনে একটি ও বিপজ্জনক বাড়ির ক্ষেত্রে সেই আইন বলবৎ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে পুরসভার তৈরি করা নতুন আইনের বাস্তবতা এবং কার্যকারীতা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে থাকে অনেক মহলে। তবে এসবের মধ্যেই কলেজ স্ট্রিট এলাকার একটি বিপজ্জনক বাড়ির মালিক সায় দেন। এমনটাই জানায় পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের এক আধিকারিক। এই আইন কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে চলেছে পুরসভা। তবে সূত্রের খবর, মালিক পক্ষের সঙ্গে পুরসভার এখনও বোঝাপড়া হয়নি বলেই জানা গেছে।

বেশ কিছু দিন আগেই বিপজ্জনক বাড়ির মালিকদের কারণ দর্শানোর জন্য নোটিস পাঠাতে শুরু করেছিল পুরসভা। সেই নোটিসে বলা হয়েছিল, 'আপনার বাড়িকে কেন কনডেম(বসবাসের অযোগ্য) হিসাবে ঘোষণা করা হবে না, তার কারণ দেখান'। শুধু বাড়ির মালিক নন, ওই বাড়ির বাসিন্দাদের কাছেও নোটিসের প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছিল। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নোটিসের উত্তর দিতে বলা হয়েছিল পুরসভা থেকে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব পুরসভায় না পৌঁছালে বাড়িটিকে কনডেম বলে ঘোষণা করা হবে। এমনটাই জানিয়েছিল পুরসভার তরফ থেকে। প্রায় বছর খানেক আগে উত্তর কলকাতার পাথুরিঘাটা স্ট্রিটে একটি বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে দু জনের মৃত্যু হয়। তার পরেই শহরের বুকে মাথা তুলে থাকা বিপজ্জনক বাড়ি নিয়ে ব্যবস্থা নিতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন কলকাতা পুরসভাকে। তারপরেই পুরসভার আধিকারিকরা সরব হয়ে উঠেন। কীভাবে সেই নির্দেশ কার্যকর করা যায়, তাই নিয়ে হাইকোর্টের এক প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হবে। সেই কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙতে নতুন আইন তৈরি করতে হয়। সেই হিসাবে একটি বিল তৈরি করে সেটি বিধানসভাতে পাশ করতে হয়। গত এপ্রিলে পুরসভার বিল্ডিং আইনে নতুন ধারা ৪১২(এ) যুক্ত হয়। এই আইন অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করে কলকাতা পুরসভা।

বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ১

স্টাফ রিপোর্টার : বুধবার সকালে যশোর রোডের বারাসতগামী বাস ও ইট বোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতের নাম উজ্জ্বলা কাঞ্জিলাল (৪৫)। এই ঘটনায় বাস ও ট্রাকের চালককে আটক করেছে পুলিশ। ঘাত বাস ও ট্রাককে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা গৌতম চ্যাটার্জি বলেন, সুকান্তনগর প্রথম সরণির কাছে বারাসতের দিকে তীব্র গতিতে যাচ্ছিল ৭৯বি রুটের বাস। সেই সময় উল্টো দিক থেকে সার্ভিস রোড ধরে আসছিল একটি ইট বোঝাই ট্রাক। ট্রাক ইউটার্ন নিয়ে যশোর রোডে ওঠার চেষ্টা করতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস ট্রাককে সজোরে ধাক্কা মারে।

দুর্ঘটনার সময় রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন উজ্জ্বলা কাঞ্জিলাল। তার গায়ের উপর পড়ে যায় ইট বোঝাই ট্রাক। ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। তাকে স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা আধঘণ্টা যশোর রোড অবরোধ করেন ফলে তৈরি হয় যানজট।

পরে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ গিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। অবরোধ উঠে গেলেও যানজট স্বাভাবিক হতে দুপুর গড়িয়ে যায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। দু'টি গাড়ি ও তাদের চালককে আটক করেছে পুলিশ।